ক্যাসিনো গডফাদার মিলু ও ক্যাসিনো সম্রাট বাঁধন কোথায়?

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার গডফাদার মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু ও তার ভাতিজা ক্যাসিনো সম্রাট জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন আত্মগোপনে রয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে এলাকায় তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অনলাইন জুয়া ও দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন এই দুই চাচা-ভাতিজা।

অনলাইন জুয়ার অপরাধে প্রায় অর্ধশত এজেন্টকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর হুকুম না থাকায় এই দুই চাচা-ভাতিজাকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এনিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে ওই সময় আক্ষেপ ছিলো। তবে তা প্রকাশ করতে পারেনি।

মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় থেকে তাদের সাথে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করা হলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি এলাকাবাসীও জানেন না তারা কোথায় পালিয়েছেন।

মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর গ্রামের তালিকাভুক্ত রাজাকার আমিনুল ইসলামের ছেলে আমাম হোসেন মিলু। তিনি মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আব্দুস সালাম বাঁধন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা দুজনই রাজাকার পরিবারের সন্তান হলেও আওয়ামী লীগ সরকারের সকল সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন। রাজাকারের সন্তান হলেও আমাম হোসেন মিলু সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের আস্থাভাজন। যে কারণে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে মহাজনপুর ইউনিয়নে নির্বাচন করলে অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ায় তার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তার আস্থাভাজনের কারণেই বড় কোন পদে না থেকেও তার ভাতিজা আব্দুস সালাম বাঁধন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পদ বাগিয়ে নেন। ছাত্রলীগের সভাপতি হলেও গঠণতন্ত্র অমান্য করে তিনি বিয়ে করেছেন, এক কন্যা সন্তানের পিতা, পেশায় ঠিকাদার ব্যবসায়ী। ছাত্রলীগের জেলা কমিটির মেয়াদ অনেক আগে শেষ হলেও কোন সম্মেলনও করেননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা জানান, জেলা কমিটির

সভাপতি বিবাহিত এবং এক কন্যা সন্তানের বাবা। তিনি ঠিকাদারী ব্যবসার আড়ালে মূলত অনলাইন জুয়ার অন্যতম সম্রাট। ক্ষমতায় থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলতে না পারলেও মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে এসব তথ্য বের হয়ে আসছে।

এবং ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে জেলা কমিটি ও অন্যান্য ইউনিটের কমিটিগুলো অনেক বিবাহিত নেতা দেখা যাচ্ছে। ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্রলীগের যে অবদান রাখার কথা সেটা পারছে জেলা ছাত্রলীগ। জেলায় কয়েকটি ইউনিটের কোন কমিটি নেই। নতুন কোন নেতাকর্মীও তৈরি হচ্ছে না। যারা কমিটি আসতে চাচ্ছেন অর্থ এবং ক্ষমতার লোভে আসছেন। ছাত্র রাজনীতি থেকে নেতাদের পাওয়া যাচ্ছে না।

ছাত্রলীগের সভাপতির পদ বাগিয়ে তিনি হয়েছেন কোটিপতি। ছাত্র না থাকলেও তিনি মায়ের নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ করছেন। অনলাইন জুয়ার সাথেও রয়েছে তার সখ্যতা। নিজেও অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মূলত চাচা মিলুর উপর ভর করেই তার এ শক্তি। তারা চাচা আমাম হোসেন মিলু দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে বিদ্রোহী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেন। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ওই নির্বাচনে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন সরাসরি নির্বাচনে প্রচারণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তিতে ২০১৯ সালের ১৪ জুলাই পুর্নাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা জানান, জেলা কমিটির সভাপতি বিবাহিত এবং ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে জেলা কমিটি ও অন্যান্য ইউনিটের কমিটিগুলো অনেক বিবাহিত নেতা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি তিনি।

এই দুই চাচা-ভাতিজার দুর্নীতির আদ্যপান্ত খুব শীঘ্রই মেহেরপুর প্রতিদিন প্রকাশ করবে।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের অবস্থান কর্মসূচি

সারা বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে জামাত-বিএনপি’র যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার মোকাবেলা এবং জনগণের জানমাল রক্ষার্থে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডাকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ।

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে বেলা বারোটা থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে উপজেলা আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন,দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন, দারিয়াপুর চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম রবি, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানসহ ছাত্রলীগ যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুব মহিলা লীগ কৃষক লীগ, তাঁতী লীগ সহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ।

এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা স্লোগান দেওয়ার সময় সাব্বির নামে এক শিক্ষার্থী রাস্তাদিয়ে মটরসাইকেরে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগকে টোকায় লীগ বলে কটুক্তি করলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তার উপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে। পরে ছাত্রলীগের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতাকর্মীর এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে রক্ষা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

মুজিবনগরে উপজেলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে উপজেলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ উজ্জ্বল কুমার দত্ত, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, উপজেলা প্রকৌশলী খালিদ হোসেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান রাজীব, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন,সহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, এনজিও কর্মী সহ স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ।

সভায় দেশের চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় এবং জনগণের জানমাল রক্ষা ও সরকারের বিরুদ্ধে ছড়ানো বিভিন্ন গুজব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।

এ সময় বক্তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সমস্ত গুজব ছড়ানো হচ্ছে সেই সমস্ত গুজব থেকে অভিভাবক শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষকে কান না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা চালানোর বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

মুজিবনগরে নিখোঁজের দুই দিন পর যুবক উদ্ধার

মুজিবনগরে নিখোঁজের দুইদিন পর উদ্ধার করা হয়েছে নিখোঁজ হওয়া গৌরিনগর গ্রামের প্রবাসী রফিকুল ইসলামের ছেলে বকুল (২৫)কে।

উপজেলার দারিয়াপুর ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান (গুটলি) সাথে কথা বলে জানা যায়, গত সোমবার গৌরিনগর গ্রামের প্রবাসী রফিকুল ইসলামের ছেলে বকুল (২৫) বড়নাগার চৌলার মাঠে নিজ ধানক্ষেতে সেলোমেশিন দিয়ে সেচ দেওয়ার সময় নিখোঁজ হয়।জমির পাশে পাওয়া যায় তার ব্যবহিত গামছা এবং বাইসাইকেল।বন্ধ পাওয়া যায় তার মোবাইল ফোন সন্ধেয় হয় খারাপ কিছুর। গত সোমবার রাত্রী থেকে খোঁজাখুজি শুরু করে গ্রামবাসি ও আত্মীয় স্বজন সোববার রাত পেরিয়ে মঙ্গলবার সারা দিন চলে খোঁজাখুজি বিকেল মুজিবনগর থানায় নিখোজের জিডি করে বকুলে ছোট ভাই তৎপরতা শুরু করে পুলিশ। পুলিশ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ট্রাকিং এর মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া ইকো পার্কের আবাসিক এলাকায় গৌরিনগর গ্রামের তবারকের ছেলে সাজুর মেয়ের বাড়িতে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি)উজ্বল কুমার দত্ত জানান, গত মঙ্গলবার মুজিবনগর থানায় একটি নিখোঁজের জিডি করা হয়। জিডি পেয়ে পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার করে তাকে উদ্ধার করে।তার স্বীকারক্তি থেকে জানা যায় সে বিভিন্ন জায়গায় থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পারায় তার বন্ধুর আত্মীয়র বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল।

মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারির ফাঁদে হুমকিতে দেশীয় মাছ

মেহেরপুরে মুজিবনগর উপজেলায় ভৈরব নদীতে চায়না দুয়ারি’ জাল ব্যবহার করে নির্বিচারে মাছ শিকার করছেন স্থানীয় জেলে সহ এক শ্রেণীর অসাধু মানুষ। হুমকিতে পড়েছে দেশিয় প্রজাতির মাছ। পুরো ভৈরব নদী জুড়ে অসংখ্য চায়না দুয়াড়ী জাল। এসব দেখেও চোখ বন্ধ করে অন্ধ সেজে বসে আছে উপজেলা মৎস্য অফিস। এই জালের বিরুদ্ধে চোখে পড়ার মত নেই কোন কার্যক্রম।

খুব সহজে মাছ ধরার এই জাল ব্যবহারে বন্ধ না করলে ভবিষ্যতে দেশীয় প্রজাতির মাছ অস্তিত্বের সংকটে পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বর্তমান সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নিজস্ব উদ্যোগে মৃতপ্রায় ভৈরব নদী নতুন করে খননের ফলে হারিয়ে যাওয়া দেশিও প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
কিন্তু ভৈরব নদীতে ব্যাপক ভাবে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জালের ব্যাবহারে এবং উপজেলা মৎস্য অফিসের নিংক্রিয়তার ফলে হারাতে বসেছে দেশিয় প্রজাতির মাছ সহ নদীর জীববৈচিত্র।

এই জালে গিটগুলোর যে দূরত্ব, তাতে এটি দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ জালের আওতায় পড়ে। তবে নিষিদ্ধ জালের তালিকায় থাকার পরের মৎস্য অফিসের নিংসক্রিয়তার সুযোগ নিয়েই অবাধে চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার করা হচ্ছে।
মাছের প্রজনন মৌসুমে নিষিদ্ধ কারেন্ট জালের পর এবার ভয়ংকর চায়না দুয়ারি নামক জালে দেশীয় প্রজাতির সব মাছ ধরা পড়ছে। শুরুর দিকে ভৈরব নদীতে এ জাল ব্যবহার হলেও এখন ছড়িয়ে পড়ছে প্রত্যন্ত গ্রামেও। বর্তমানে জেলে সহ স্থানীয় মানুষ অহরহ ব্যবহার করতে শুরু করেছেন এ জাল।

ভৈরব নদীর মিঠাপানির সব ধরনের দেশীয় প্রজাতির মাছ সূক্ষ এ জালের কানে ধরা পড়ছে। বিশেষ করে মাছের প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা চিংড়ি, পুটি, ট্যাংরা, কই, শিং, বেলে, বোয়াল, শোল, টাকিসহ দেশি প্রজাতির সব মাছ চায়না দুয়ারির ফাঁদে নিধন হচ্ছে। সেই মাছশূন্য হয়ে পড়ছে ভৈরব নদী।

আইন অনুযায়ী দেশে মাছ ধরার যেসব জালের অনুমোদন রয়েছে সেগুলোতে ‘মেস সাইজ’ তথা জালের ফাঁসের একটি গিট থেকে আরেক গিটের দূরত্ব হতে হয় ন্যূনতম পাড়ে ৪ সেন্টিমিটার। ‘মেস সাইজ তথ্য ফাঁসের আকার এর চেয়ে ছোট হলে সে ভাল আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

জেলেরা জানাচ্ছেন, চায়না দুয়ারি জালে এই ফাঁসের আকার সাড়ে ৪ সেন্টিমিটারের চেয়ে অনেক কম। ফলে এই জালে সব ধরনের মাছ ছেঁকে ওঠে। জেলেরা আরও বলেন, ‘পেশায় জেলে শুধু তাই নয়, মাছের ডিম পর্যন্ত আটকে যায় এই জালে। সহজেই মাছ ধরা যায় এবং দাম কম হওয়ায় বেশির ভাগ জেলে এখন এ জাল ব্যবহার করছেন। কারেন্ট জালসহ নিষিদ্ধ জালের তালিকায় এর নাম না থাকাকে কারণ দেখিয়েও অনেকে এই জাল ব্যবহার করছেন।

জেলেরা আরও বলছেন, এখন অনেক শৌখিন মৌসুমি মৎস্য শিকারি মাছ ধরতে নেমেছেন। ফলে যারা পুরোনো কৌশলে মাছ ধরতেন, তাদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই অনেকেই বাধ্য হয়ে চায়না দুয়ারি কিনছেন। নদীতে চায়না দুয়ারি জাল বন্ধে উপজেলা মৎস্য বিভাগেরর তেমন কোনো তৎপরতাও চোখে পড়ে না। প্রকাশ্যেই অনেকে চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার করেই মাছ ধরছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাসিন্দা গোপালনগর গ্রামের এক জন জানান, দুপুর হলেই ছোট ছোট ডিঙিতে করে এই চানা দুয়ারি নদীতে ফেলা হয়। সারা রাত নদীতে রাখার পর সকালে তুলে আনা হয়। এ সময় জালে ধরা পড়ে দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় সব মাছ নদীতে থাকা জলজপ্রাণী, এমনকি ওঠে মাছের ডিমও। এ জাল দিয়ে মাছ ধরলে কিছু দিন পর হয়তো নদীতে আর কোনো মাছ পাওয়াই কঠিন হবে।”

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আর এক জেলে বলেন, ‘আগে কারেন্ট জাল ব্যবহার করলেও চায়না দুয়ারি আসার পর সেটি বাদ দিয়েছি। কারণ কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরলে প্রশাসন উৎপাত করে। এ ছাড়া কারেন্ট জালের চেয়ে চায়না দুয়ারিতে মাছ বেশি পাওয়া যায়। ৫০ হাজার টাকা খরচ করে আটটি চায়না দুয়ারি কিনেছি।”

এমন মানুষও চায়না দুয়ারি নিয়ে মাছ ধরছেন। হাট-বাজারে গুণগতমান ও আকার অনুসারে তিন থেকে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। এ জাল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে চায়না দুয়ারি দিয়ে মাছ শিকারি আরও কিছু মানুষ জানান, চায়না দুয়ারি দিয়ে মাছ ধরা ঠিক নয়, সেটি তারাও জানেন। তারপরও তারা মাছ ধরছেন।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অতি:) দায়িত্বে থাকা মেহেরপুর সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীন ইসলাম বলেন ‘এই জালে মাছসহ নানা ধরনের জলজ প্রাণীও আটকে যায়। যেসব মাছ বাজারে বিক্রি হয় না, সেগুলোও ধরা পড়ে। কিন্তু সেগুলো জালে আটকে গেলে আর নদীতে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ফলে দেশীয় মাছসহ নানা ধরনের জলজ প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।
আমি কয়েক দিন আগে যোগদান করেছি বিষয়গুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আমার আলাপ হয়েছে চায়না না দুয়ারী জালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মুজিবনগরে বিভিন্ন দিবস পালনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে ৫ই আগস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৫ তম জন্মবার্ষিকী এবং ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে, উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তুতি সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: মেহেদী হাসান, মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আব্দুর রাজ্জাক, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান রাজিব, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খানসহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সুধীবৃন্দ।

প্রস্তুতি সভায় ৫ই আগস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী এবং ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষে সবার মতামতের ভিত্তিতে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

মুজিবনগরে নেপিয়ারে স্বাবলম্বী কৃষক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নেপিয়ার ঘাস চাষ করে গবাদিপশুর খাদ্য চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত ঘাস বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন অনেক চাষি ও খামারি। চাষ সহজ হওয়ায় এবং একবার রোপণে অনেক দিন ঘাস পাওয়ায় উপজেলার অনেক কৃষক এবং খামারি এখন ঝুঁকছেন নেপিয়ার চাষের দিকে। প্রতিটি উপজেলাতেই এখন কম-বেশি এই ঘাসের চাষ হচ্ছে। অনেকে আবার নেপিয়ার বিক্রিকে পেশা হিসেবে নিয়ে সচ্ছলতা অর্জন করেছেন। খড়ের (বিচালি) দাম বেশি হওয়ায় বেশির ভাগ গরুর খামারিরা বর্তমানে নেপিয়ার ঘাস দিয়ে গবাদিপশুর খাদ্যের চাহিদা পূরণ করছেন। অধিক পুষ্টিগুণ থাকায় এই ঘাস পশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মাংস বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই সুস্থ-সবল পশু পালনে সবুজ ঘাস হিসেবে নেপিয়ারে গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। নেপিয়ার ঘাস দেখতে আখের মতো। ৪ থেকে ১০ ফুট বা তার চেয়েও বেশি লম্বা হয়। দ্রুত বাড়ে, সহজে জন্মে, খরাসহিষ্ণু, পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য এই ঘাস।

মানিকনগর গ্রামের নেপিয়ার ঘাস চাষি ইয়াসিন মোল্লা জানান, প্রথমে তিনি নিজের গবাদিপশুকে খাওয়ানোর জন্য ১০ কাঠা জমিতে নেপিয়ার লাগান। অতিরিক্ত ঘাস বিক্রি করা শুরু করলে তাঁর চাষের খরচ উঠে আসে। বিষয়টি লাভ জনক মনে হওয়ায় তিনি নিজের জমিসহ লিজ নেওয়া ৫ বিঘা জমিতে আবার নেপিয়ারের চাষ করেন। ঘাস বিক্রি করে সে এখন স্বাবলম্বী হয়েছেন। বর্তমানে নেপিয়ার ঘাস বিক্রি করাই তাঁর পেশা। ইয়াসিন মোল্লার মতো এলাকার অনেকেই এখন এই ঘাস বিক্রিকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন।

নেপিয়ার ঘাসের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বর্ষার শুরুতে ঘাসের শিকড় বা চারা রোপণ করতে হয়। রোপণের আগে প্রতি একর জমিতে দেড় থেকে দুই টন গোবর সার মিশিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। গোবর সার না দিলে পরিমাণ মত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিটি সারির মাঝে দূরত্ব রাখতে হয় দুই-তিন ফুট। প্রতিটি চারার মাঝে দূরত্ব থাকবে দেড় ফুট করে। চারা বা শিকড় লাগানোর পর যদি রোদ হলে বা মাটিতে রস কম থাকলে সেচের প্রয়োজন হয়। সাধারণত প্রতি একর জমিতে সাত থেকে আট হাজার চারা বা শিকড়ের দরকার হয়। ভালো ফলন ও বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার এবং পানি দিতে হয়। প্রথমবার ঘাস কাটার পর বিঘাপ্রতি ২০ কেজি ইউরিয়া ও ১০ কেজি পটাশ সার দিলে এই ঘাস দ্রুত বাড়ে।
রতনপুর গ্রামের গরুর খামারি মাইকেল টুইস মন্ডল বলেন, ‘বর্তমানে খড়ের দাম অনেক বেশি। কিন্তু কিনতে গেলে পাওয়া যাচ্ছে না। দানাদার খাদ্যের দামও বাড়ছে। এসব কারণে খড়ের বিকল্প হিসেবে নিজের ১ বিঘা জমিতে নেপিয়ার চাষ করে অল্প পরিমাণ বিচালির সঙ্গে মিশিয়ে গবাদিপশুকে খাওয়াচ্ছি।’

মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বলেন, ‘থাইল্যান্ড থেকে এই ঘাস আমাদের দেশে এসেছে। এর উৎপাদন খরচ কম। অন্যান্য ঘাসের তুলনায় বেশ পুষ্টিকর। একবার রোপণ করলে ৪ থেকে ৫ বছর ফলন পাওয়া যায়। তাই উপজেলার কৃষক ও খামারিরা নিজেরাই এই ঘাস উৎপাদনে ঝুঁকেছেন। অন্যান্য ফসলের চেয়ে এখন ঘাস চাষে লাভ বেশি হচ্ছে। নেপিয়ার ঘাস চাষে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস কৃষক ও খামারিদের সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে আসছে।

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মুজিবনগরে ২০ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ মাদক ফেনসিডিল সহ ১ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আটকমাদক ব্যবসায়ী উপজেলার তারানগর গ্রামের চাঁদ আলীর (চান্দু)

ছেলে সাইফুল শেখ(৪২)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল দত্তের নির্দেশে থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স মুজিবনগর আট কবর সড়কের রতনপুর হরণের বটতলা থেকে তারানগর মাদারতলা রোডের জহরুলের বাগানের কাছে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ফেনসিডিল বিক্রির উদ্দেশ্যে অবস্থান করা সাইফুল শেখকে আটক করে তার শরীর তল্লাশি করে হাতে থাকা ব্যাগের ভেতর থেকে ২০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল কুমার দত্ত জানান, মাদক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদ এর ভিত্তিতে ফেনসিডিল সহ সাইফুল শেখকে আটক করা হয়েছে। তার নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে কোর্টে প্রেরণ করা হবে।

মুজিবনগরে কৃষকদের মাঝে রোপা আমন ধানের বীজ বিতরণ

মুজিবনগরে কৃষকদের মাঝে রোপা আমন ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৫ জুলাই) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলা পরিষদ চত্বরে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে খরিপ-২/মৌসুমে রোপা আমন ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে আমন ধান বীজ এবং রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন এর সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা

যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিবউদ্দিন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতা মাশরুবা আলম, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান বাবুল মল্লিকসহ উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে খরিপ-২/মৌসুমে রোপা আমন ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে কৃষি প্রণোদনার আওতায় উপজেলার ৬ শত কৃষককে ১০ কেজি আমন ধান বীজ ১০ কেজি ডিএপি এবং ১০কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হবে।

মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগররে উপজেলা পর্যায়ে চলতি জুলাই মাসের বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা সময় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ সকল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সভাসহ এ দিন ১৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন এর সভাপতিত্বে সভাই উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল কুমার দত্ত, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: মেহেদী হাসানসহ সহ অনুষ্ঠিত সভাসমূহের সদস্যবৃন্দ।

এই দিন উপজেলা আইন-শৃংখলা কমিটি, উপজেলা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির,উপজেলা চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি, উপজেলা ইনোভেশন কমিটি ,উপজেলা আইসিটি কমিটির, উপজেলা পণ্য বিপনণ কমিটির সভা, উপজেলা কর্ণধর কমিটি, উপজেলা যৌতুক, বাল্যবিবাহ নিরোধ এবং জন্মমৃত্যূনিবন্ধন কমিটি, উপজেলা Watch Dog কমিটি, উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ

কমিটি, উপজেলা নারী ও শিশু পাচার রোধকল্পে গঠিত প্রচার কমিটি , উপজেলা মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি,কারাবন্ধী শিশু কিশোরদের মুক্তির বিষয় সংক্রান্ত এবং উপজেলা এসডিজি বিষয়ক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।